31822 - হজ্ব আদায়রে পদ্ধতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি হজ্ব আদায়রে পদ্ধতি বিস্তারতি জানতে চাই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

হজ্ব একটি উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এটি ইসলামরে পঞ্চখুঁটরি অন্যতম। যে ইসলাম দয়িে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠয়িছেনে। যে খুঁটগিুলো ব্যতীত কোন ব্যক্তরি দ্বীনদারি পূর্ণতা পতেে পারে না। যে কোন ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নকৈট্য হাছলি হতে হলে ও ইবাদত কবুল হতে হলে দুইটি বিষয় আবশ্যক:

এক. আল্লাহর জন্য মুখলসি বা একনষ্ঠি হওয়া। অর্থাৎ সে ইবাদতরে মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালরে কল্যাণকে উদ্দশ্যে করা; প্রদর্শনচেছা, প্রচারপ্রয়িতার উদ্দশ্যেনো করা অথবা অন্য কোন দুনয়িাবী উদ্দশ্যে না-করা। দুই. কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ জানা ছাড়া তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্ব পালনরে মাধ্যমে অথবা অন্যকোন ইবাদত পালনরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ জনেে নয়ো। নম্নিে আমরা সুন্নাহ মোতাবকে হজ্ব আদায় করার পদ্ধতি সংক্ষপেে তুলে ধরব। ইতপিূর্বে আমরা উমরা আদায় করার পদ্ধতি 31819 নং প্রশ্নরে জবাবে তুলে ধরছে। উমরাআদায় করার পদ্ধতি সে প্রশ্নরে উত্তর থকেে জনেে নয়ো যতেে পারে।
হজ্বরে প্রকারভদে:

হজ্ব তনি প্রকার: তামাত্তু, ইফরাদ ও ক্বরিান।

তামাত্তু হজ্ব: হজ্বরে মাসসমূহে (হজ্বরে মাস হচ্ছ- শাওয়াল, জ্বলিক্বদ, জ্বলিহজ্ব দখেুন আল-শারহুল মুমতি ৭/৬২) এককভাবে উমরার ইহরামবাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তওয়াফ করা, উমরার সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছাটাই করে উমরা থকেে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর তারবয়িার দনি অর্থাৎ ৮ জ্বলিহজ্ব এককভাবে হজ্বরে ইহরাম বাঁধা এবং হজ্বরে যাবতীয়

কার্যাবলী শেষে করা। অতএব, তামাত্তু হজ্বকারী পরিপূর্ণ একটি উমরা পালন করনে এবং পরিপূর্ণ একটি হজ্ব পালন করনে। ইফরাদ হজ্ব: এককভাবে হজ্বরে ইহরাম বাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করা, হজ্বরে সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোটে না করে তথা ইহরাম থকেে হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থকেে যাওয়া এবং ঈদরে দনি জমরা আকাবাতে কংকর নক্ষিপেরে পর ইহরাম থকেে হালাল হওয়া। আর যদি হজ্বরে সায়ীকে হজ্বরে তওয়াফরে পরে আদায় করতে চায় সটোতওে কোন অসুবধিা নইে। ক্বরিান হজ্ব: উমরা ও হজ্বরে জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধা এরপর তওয়াফ শুরু করার আগে হজ্বকে উমরার সাথে সম্পৃক্ত করা (অর্থাৎ তওয়াফ ও সায়ীকে হজ্ব ও উমরার সায়ী হসিবেে নয়িত করা)।ক্বরিান হজ্বকারীর আমলগুলো ইফরাদ হজ্বকারীর আমলরে মত। তবে ক্বরিান হজ্বকারীর উপর হাদি আছ; ইফরাদ হজ্বকারীর উপর হাদি নইে। হজ্বরে প্রকারগুলোর মধ্যে সবচয়েে উত্তম হচ্ছ- তামাত্তু হজ্ব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে এই হজ্ব আদায় করার নর্দিশে দয়িছেনে এবং এই হজ্ব আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেনে। এমনকি যদি কউে ক্বরিান হজ্ব বা ইফরাদ হজ্বরে নয়িত করফেলেতেনিতিার ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করে হালাল হয়ে যাওয়ার তাগদি দয়িছেনে। যাতে করে সে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্ব পালনকারী হতে পারনে। এমনকি সটো তাওয়াফে কুদুম ও সায়ীর পরও হতে পার। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর বদিায়ী হজ্বে তওয়াফ ও সায়ী করার পর তাঁর সাহাবীগণকে নর্দিশে দনে- তোমাদরে মধ্যে যার যার সাথে হাদি নইে সে যনে তার ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করে মাথার চুল ছোটে করে হালাল হয়ে যায়। তনিি আরো বলনে: আমি যদি হাদি না নয়িে আসতাম তাহলে তোমাদরেকে যে নর্দিশে দচ্ছি আমওি সটো পালন করতাম। ইহরাম:একটু আগে যে প্রশ্নরে রফোরন্সে দয়ো হয়ছেে সে প্রশ্নরে উত্তরে ইহরামরে সুন্নতগুলো যমেন- গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নামায পড়া ইত্যাদি উল্লখে করা হয়ছে। ইহরামরে আগে সে সুন্নতগুলো পালন করতে হব। এরপর নামায শষে করার পর অথবা নজি বাহনে আরোহণ করার পর ইহরাম বাঁধব। যদি তামাত্তু হজ্বকারী হয় তাহলে বলব:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি উমরাতনি (অর্থ- হে আল্লাহ! উমরাকারী হসিবেে আপনার দরবারে হাজরি)।

আর যদি ক্বরিান হজ্ব আদায়কারী হয় তাহলে বলব:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি হাজ্জাতনি ওয়া উমরাতনি (হে আল্লাহ! হজ্ব ও উমরাকারী হসিবেে আপনার দরবারে হাজরি)

আর যদি ইফরাদ হজ্বকারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা হাজ্জান (হে আল্লাহ! হজ্বকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজির)।

এরপর বলবেন: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة।আল্লাহুম্মা হাযহি হাজ্জাতুন লা রিয়াআ ফি-হা ওয়ালা সুমআ (হে আল্লাহ! এ হজ্বকে এমন হজ্ব হিসেবে কবুল করুন যার মধ্যে লৌকিকতা ও প্রচারপ্রিয়তা নেই)। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে তালবিয়া পড়তেন সেভাবে তালবিয়া পড়বে। সেই তালবিয়া হচ্ছে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির। আমি আপনার দরবারে হাজির। আমি আপনার দরবারে হাজির। আপনি নিরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নেয়ামত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নিরিঙ্কুশ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি তালবিয়া পড়তেন সেটা হচ্ছে-

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্ব (অর্থ- ওগো সত্য উপাস্য! আপনার দরবারে হাজির)।

ইবনে উমর (রাঃ) আরেকটু বাড়িয়ে বলতেন:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাইরু বি ইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অর্থ- আমি আপনার দরবারে হাজির, আমি আপনার সৌজন্যে উপস্থিত। কল্যাণ আপনার-ই হাতে। আকাঙ্ক্ষা ও আমল আপনার প্রতি নিবেদিত)। পুরুষরা উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বে।আর নারীরা এভাবে পড়বে যেন পাশের লোক শুনতে পায়। যদি পাশে বেগানা পুরুষ থাকে তাহলে

গোপনে তালবিয়া পড়বেন।

ইহরামকারী যদি কোন প্রতিবন্ধকতার আশংকা করেন যেমন রোগ, শত্রু বা গ্রেফতার ইত্যাদি তাহলে ইহরামকালে শর্ত করে নেয়া ভাল। ইহরামকালে তিনি বলবেন:

إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

ইন হাবাসানি হাবেসে ফা মাহাল্লি হাইসু হাবাসতানি (অর্থ- যদি কোন প্রতিবন্ধকতা - যেমন রোগ, বিলম্ব ইত্যাদি আমার হজ্ব পালনে- বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি যেখানেপ্রতিবন্ধকতার শিকার হই সেখানে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব)।কেননা দুবাআ বিনতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম করাকালে তাকে শর্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "তুমি যে শর্ত করছে সেটা তোমার রবের নিকট গ্রহণযোগ্য।"[সহিহ বুখারি (৫০৮৯) ও সহিহ মুসলিম (১২০৭)] যদি ইহরামকারী শর্ত করে থাকে এবং নুসুক পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। এতে করে তার উপর অন্য কোন দায়িত্ব আসবে না। আর যদি প্রতিবন্ধকতার কোন আশংকা না থাকে তাহলে শর্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত করেননি এবং সাধারণভাবে সবাইকে শর্ত করার নির্দেশও দেননি। দুবাআ বিনতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইহরামকারীর উচিত অধিক তালবিয়া পাঠ করা। বিশেষতঃ সময় ও অবস্থার পরিবর্তনগুলোতে। যেমন উঁচুতে উঠার সময়। নীচুতে নামার সময়। রাত বা দিনের আগমনকালে। তালবিয়া পাঠের পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

উমরার ইহরামের ক্ষেত্রে ইহরামের শুরু থেকে তওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়ার বিধান রয়েছে। আর হজ্বের ক্ষেত্রে ইহরাম করার পর হতে ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়ার বিধান।

মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল: মক্কারকাছাকাছি পৌঁছলে সম্ভব হলে মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করে নিবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করেছিলেন।[সহিহ মুসলিম (১২৫৯)]

এরপর মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিবে এবং বলবে:

بِسْمِ اللهِ والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ারগুলো খুলে দিন। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান চেহারার মাধ্যমে, তাঁর অনাদি রাজত্বের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

এরপর তওয়াফ শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাবে। তওয়াফ করার পদ্ধতি ইতিপূর্বে (31819) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তওয়াফের পর ও তওয়াফের দুই রাকাত নফল নামাযের পর মাসআ (সায়ী করার স্থান) এর দিকে এগিয়ে যাবে এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সায়ী (প্রদক্ষিণ) করবে। (31819) নং প্রশ্নের জবাবে সায়ীর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে

তামাত্তু হজ্বকারী উমরার সায়ী করবেন। আর ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্বকারী হজ্বের সায়ী করবেন এবং ইচ্ছা করলে সায়ীটি হজ্বের ফরজ তওয়াফের পরেও আদায় করতে পারেন।

মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা:

তামাত্তু হজ্বকারী যখন সায়ীর সাত চক্কর শেষ করবেন তখন তিনি পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করতে পারেন অথবা চুল ছোট করতে পারেন। যদি মাথা মুণ্ডন করলে মাথার সর্বাংশমুণ্ডন করতে হবে। অনুরূপভাবে চুল ছোট করলেও মাথার সর্বাংশের চুল ছোট করতে হবে। চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দুআ করেছেন। আর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দুআ করেছেন।[সহিহ মুসলিম (১৩০৩)]তবে হজ্বের সময় যদি অতি নিকটবর্তী হয় এবং নতুন চুল গজাবার মত সময় না থাকে তাহলে চুল ছোট করা উত্তম; যাতে হজ্বের সময় মাথা মুণ্ডন করতে পারেন। দলিল হচ্ছে- বিদায় হজ্বকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে উমরার জন্য মাথার চুল ছোট করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তাঁরা জ্বিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখ সকাল বেলায় মক্কা পৌঁছেছিলেন। আর নারীরা আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ চুল কেটে নিবে। এর মাধ্যমে তামাত্তু হজ্বকারীর উমরার কাজ শেষ হলো এবং তামাত্তু হজ্বকারী সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে গেলেন। অর্থাৎ হালাল অবস্থায় একজন মানুষ যা যা করতে পারে (যেমন- সেলাইকৃত পোশাক পরা, সুগন্ধি লাগানো, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি)এখন তামাত্তু হজ্বকারীও সেসব পারবেন।

পক্ষান্তরে ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্বকারী মাথা মুণ্ডন করবেন না; কিংবা মাথার চুল ছোট করবেন না; তারা ইহরাম থেকে হালাল হবেন না। বরং ইহরাম অবস্থায় থাকবেন এবং ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটাই এর মাধ্যমে হালাল হবেন।

তারবয়িার দনি তথা জ্বলিহজ্বরে ৮ তারখিে তামাত্তু হজ্বকারী মক্কায় তার অবস্থানস্থল থকেে ইহরাম বাঁধব। উমরার ইহরামকালে যা যা করা মুস্তাহাব ছলি হজ্বরে ইহরামরে সময়ও তা তা করা (যমেন- গোসল, সুগন্ধি লাগানো, নামায ইত্যাদি)মুস্তাহাব। এই ইহরামরে সময় হজ্বরে নয়িত করবনে, তালবয়িা পড়বনে এবং মুখে বলবনে: لبيك اللهم حجاً(হে আল্লাহ! হজ্বকারী হসিবেে আপনার দরবারে হাজরি)। যদি হজ্ব সমাপ্তকরণে কোন প্রতবিন্ধকতার আশংকা করে তবে শর্ত করে নবি। وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني(অর্থ- যদি কোন প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে আমি যখোনে আটক হই সখোনে হালাল হয়ে যাব)। আর যদি এমন কোন আশংকা না থাকে তাহলে শর্ত করবে না। হাজ্বীর জন্য মুস্তাহাব হলো ঈদরে দনি জমরা আকাবাতে কংকর নক্ষিপেরে পূর্ব পর্যন্ত উচ্চস্বরে তালবয়িা পাঠ করা।

মীনায় গমন:

এরপর মীনার উদ্দশ্যে রওয়ানা হব। সখোনে পৌঁছে জোহর, আসর, মাগরবি, এশা ও ফজররে নামায কসর (৪ রাকাতরে স্থলে ২ রাকাত) করে ঠকি ঠকি ওয়াক্তে আদায় করব। দলিল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীনাতে নামাযগুলো কসর করতনে; কন্তিু একত্রে আদায় করতনে না।

কসর: ৪রাকাত বশিষ্টি নামাযগুলো ২ রাকাত করে আদায় করা। মক্কাবাসী এবং অন্য সকলে মীনা, আরাফা ও মুজদালফিাতে নামায কসর করবনে। দলিল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব আদায়কালে লোকদরে নয়িে নামায আদায় করতনে। তাঁর সাথে মক্কাবাসীরাও ছলি। কন্তিু তনিি তাদরেকে পরপূির্ণ নামায পড়ার নর্দিশে দনেনি। যদি তা ফরজ হতো তাহলে তনিি তাদরেকে সে নর্দিশে দতিনে যভোবে মক্কা বজিয়রে বছর নর্দিশে দয়িছেনে। কন্তিু মক্কার দালানকোঠা প্রসারতি হতে হতে মীনা মক্কার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গছে। যনে মীনা মক্কারই একটি মহল্লা। তাই মক্কাবাসীরা সখোনে কসর করবে না। আরাফায় গমন:

আরাফার দনি সূর্যোদয়রে পর মীনা থকেে আরাফার উদ্দশ্যে রওয়ানা দব। সম্ভব হলে জোহররে পূর্ব পর্যন্ত নামরিাতে অবস্থান করবে (নামরিা হচ্ছ- আরাফার সম্মুখভাগরে একটি স্থান)। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কোন অসুবধিা নইে। কারণ নামরিাতে অবস্থান করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়। সূর্য পশ্চমিাকাশে হলেে পড়ার পর (অর্থাৎ জোহররে ওয়াক্ত হওয়ার পর) জোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে জোহররে ওয়াক্তে দুই রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করে নবি; ঠকি যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদায় করছেলিনে যাতে করে আরাফার মাঠে লম্বা সময় অবস্থান করে দুআ করতে পারনে। নামাযরে পর আল্লাহর যকিরি ও দুআতে মশগুল হব। আল্লাহর কাছে রোনাজারি করব, দু হাত তুলে কবিলামুখি হয়ে যা ইচ্ছা দুআ করব। যদি কবিলামুখি হতে গয়িে জাবালে আরাফা পছিনে পড়ে যায় কোন অসুবধিা নইে। যহেতেু দুআর ক্ষত্রেে সুন্নত

হচ্ছে- কিবলামুখি হওয়া; পাহাড়মুখি হওয়া নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন: "আমি এখানে অবস্থান করলাম; আরাফার ময়দানের সর্বাংশঅবস্থানস্থল।"সেই মহান দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুআটি সবচেয়ে বেশি করেছেন সেটা হচ্ছে-

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহুলা শরিকা লাহ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যনি ক্বাদির। (অর্থ- এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি নিরঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্য। প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান)। যদি কিছুটা একগুঁয়েমেিসে যায় এবং সঙ্গি-সাথীদের কথাবার্তা বলে কিছুটা সতেজ হতে চায় তাহলে ভাল কথা বলবে এবং ভাল কোন বই পড়বে। বিশেষতঃ আল্লাহ তাআলার বদান্যতা, তাঁর মহান অনুগ্রহ বিষয়ক কোন বই পড়বে। যাতে সে মহান দিনে আল্লাহর প্রতি আশার দিকটা ভারী থাকে। এরপর পুনরায় আল্লাহর কাছে রোনাজারি ও দুআতে ফিরে আসবে এবং দিনের শেষভাগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবে। কেননা সবচেয়ে উত্তম দুআ হচ্ছে- আরাফা দিবসের দুআ।

মুজদালিফাতে গমনঃ

সূর্য ডোবার পরে মুজদালিফাতে গমন করবে। মুজদালিফাতে পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামায এক আযান দুই ইকামতে আদায় করবে। যদি এই আশংকা হয় যে, মুজদালিফাতে পৌঁছতে পৌঁছতে মধ্যরাত পার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে রাস্তায় নামায আদায় করে নিবে। কারণ নামাযকে মধ্যরাতের বেশি বিলম্ব করে পড়া জায়েয হবে না। মুজদালিফাতে এসে রাত্রি যাপন করবে। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরবিলম্ব না করে এক আযান ও এক ইকামতে ফজরের নামায পড়ে নিবে। এরপর আল-মাশআর আল-হারামের দিকে এগিয়ে যাবে (বর্তমানে মুজদালিফাতে মসজিদটি যে স্থানে রয়েছে এটি সেই জায়গা)। সেখানে গিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিবে, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে তথা তাকবীর বলবে এবং ইসফার (ইসফার মানে- সূর্যোদয়ের আগপেূবদিক ফর্সা হয়ে উঠা) হওয়া পর্যন্ত যা খুশি দুআ করবে। যদি আল-মাশআর আল-হারামে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করে দুআ করবে। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "আমি এ স্থানে অবস্থান করলাম। জাম্মতথা গোটা মুজদালিফাই অবস্থানস্থল।"হাত উঁচু করে কিবলামুখি হয়ে দুআ ও যিকির করবে।

মীনায় গমনঃ

সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশ ভালভাবে ফর্সা হয়ে উঠলে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে। ওয়াদি মুহাসসার (মুজদালিফা ও মীনার

মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা) দ্রুত পার হবে। মীনায় পৌঁছে অপেক্ষাকৃত মক্কার নিকটবর্তী'আকাবা' নামক জমরাতেএকটির পর একটি করে মোট৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের আকার হবে প্রায় ছোলার সম-পরিমান। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করার সুন্নত পদ্ধতি হলো- জমরাকে সামনে রাখবে, মক্কাকে বামে রাখবে এবং মীনাকে ডানে রাখবে। কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করার পর হাদি যবেহ করবে। এরপর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা মাথার চুল ছোট করবে। আর মহিলা হলে আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ চুল কাটবে। (এর মাধ্যমে ইহরাম থেকে প্রাথমিক হালাল অর্জিত হবে; অর্থাৎ এ হালাল হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সবকিছু হাজী সাহেবের জন্য হালাল হলো।)এরপর মক্কা গমন করে হজ্বের তওয়াফ ও সায়ী করবে। (এর মাধ্যমে হাজী সাহেব দ্বিতীয় হালাল হবে। এ হালালের মাধ্যমে ইহরামের কারণে যা কিছু হারাম হয়েছিল সবকিছু হাজীর জন্য হালাল হবে)। কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনের পর তওয়াফ করার জন্য মক্কায় যেতে চাইলে সুন্নত হচ্ছে- সুগন্ধি লাগানো। দলিল হচ্ছে আয়শো (রাঃ) এর হাদিস "আমি ইহরাম করার আগে ইহরামের জন্য এবং হালাল হওয়ার পর তওয়াফের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।" [সহিহ বুখারি (১৫৩৯) ও সহিহ মুসলিম (১১৮৯)]। এরপর তওয়াফ ও সায়ী করার পর মীনাতে ফিরে আসবে। জ্বিলহজ্বের একাদশ ও দ্বাদশ রজনী মীনাতে কাটাবে এবং সে দু'দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর তিনটি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। উত্তম হচ্ছে- কংকর নিক্ষেপের জন্য হেঁটে যাওয়া। বাহনে চড়ে গেলেও অসুবিধা নেই। প্রথমে প্রথম জমরাতে এক এক করে পরপর ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। এই জমরাটি মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে ও মসজিদে খাইফের নিকটে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপকালে তাকবীর বলবে। এরপর একটু অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যা ইচ্ছা দুআ করবে। যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো ও দুআ করা কারো জন্য কষ্টকর হয় তাহলে সাধ্যানুযায়ী অল্প সময়ের জন্য হলেও দুআ করবে; যেন সুন্নত পালন হয়। এরপর মধ্যবর্তী জমরাতে একের পর এক মোট ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলবে। এরপর সামান্য বামে সরে গিয়ে কিবিলামুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং হাত উঁচু করে সম্ভব হলে লম্বা সময় ধরে দুআ করবে। লম্বা সময় দুআ করা সম্ভব না হলে সামান্য সময়ের জন্য হলেও দাঁড়িয়ে দুআ করবে। এই দুআটি ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। যেহেতু এটি সুন্নত। অনেকে মানুষ না জানার কারণে অথবা অবহেলা করে এ সুন্নতটি ছেড়ে দেয়। কখনো কোন সুন্নত যদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে তখন সে সুন্নতের উপর আমল করা ও মানুষের মাঝে এর প্রসার করাঅধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যেন এ সুন্নতটি একেবারে মিটে না যায়।

এরপর জমরা আকাবাতে একের পর এক মোট ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। এই জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করার পর দাঁড়াবে না ও দুআ করবে না। এভাবে ১২ই জ্বিলহজ্ব ৩টি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করার পর ইচ্ছা করলে দেরী না করে সেদিনই মীনা ত্যাগ করে চলে আসতে পারে। আর চাইলে ১৩ই জ্বিলহজ্ব রাত্রি মীনাতে অবস্থান করে পরদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর ৩টি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করে মীনা ত্যাগ করতে পারে।

একদনি দরেী করে মীনা ত্যাগ করাটা উত্তম; তবে ওয়াজবি নয়। কন্িতু ১২ ই জ্বলিহজ্ব সূর্যোদয়রে সময়ওে কউে যদি মীনাতে অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ১৩ ই জ্বলিহজ্ব রাত্রি মীনাতে কাটানো ও পরদনি ৩টি জমরাতে কংকর নক্িষপে করা ওয়াজবি। তবে মীনাতে সূর্য ডুবে যাওয়া যদি তার এখতয়িাররে বাইররে কোন কারণে হয় যমেন কউে তাবু ত্যাগ করে গাড়ীতে চড়ছেে কন্িতু রাস্তায় জ্যাম বা এ জাতীয় কোন কারণে আটকা পড়ে যায় তাহলে ১৩ তারখি পর্যন্ত দরেি করা তার উপর ওয়াজবি হবে না। কারণ এ বলিম্বটা তার এখতয়িারভুক্ত নয়। অতঃপর যখন মক্কা ত্যাগ করে নজি দশেে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন বদিায়ী তওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ করবে না। দললি হচ্ছে- "তোমাদরে কউে প্রস্থান করবে নাযতক্ষণ না সে শষে কাজ বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ) না কর।ে"[সহহি মুসলমি (১৩২৭)] অন্য রওেয়ায়তে এসছেে- "লোকদরেকে আদশে করা হয়ছেে- তাদরে সর্বশষে আমল যনে হয় বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ)। তবে হায়যেগ্রস্ত নারীকে এ ব্যাপারে ছাড় দয়ো হয়ছে।ে"[সহহি বুখারি (১৭৫৫) ও সহহি মুসলমি (১৩২৮)] হায়যে ও নফিাসগ্রস্ত নারীদরে উপর বদিায়ী তওয়াফ নইে এবং তাদরে জন্য মসজদিে হারামরে দরজার কাছে দাঁড়য়িে বদিায় জানানোটাও উচতি নয়। কারণ এ ধরনরে পদ্ধতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণতি হয়নি। যখন দশেে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন হাজী সাহবেরে সর্বশষে কাজ হবে তওয়াফ। যদি বদিায়ী তওয়াফ করার পর সঙ্গদিরে অপক্ষো করতে হয় অথবা মালপত্র বাহনে উঠানোর জন্য অপক্ষো করতে হয় অথবা পথরে সম্বল হসিবেে কছিু কনিতে হয় এতে কোন অসুবধিা নইে। এর জন্য পুনরায় তওয়াফ করতে হবে না। তবে যদি সফর বলিম্বরে নয়িত করতে হয় (উদাহরণতঃ সফর ছলি দনিরে পূর্বাহ্ণে এবং বদিায়ী তওয়াফ করে নয়িছেে কন্িতু পরে যদি সফর দনিরে অপরাহ্ণে) করতে হয় তাহলে পুনরায় বদিায়ী তওয়াফ করে নয়ো ওয়াজবি; যাতে সর্বশষে আমলটা তওয়াফ হয়। হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর ইহরামকারীর উপর নম্িনোক্ত বষিয়গুলো ওয়াজবিঃ

১. ইসলামী যাবতীয় অনুশাসন পরপিূর্ণভাবে মনেে চলা। যমেন- ঠকি সময়ে নামাযগুলো আদায় করা।

২. আল্লাহ যা যা নষিধে করছেনে যমেন পাপ কথা, পাপ কাজ ও অবাধ্যতা থকেে বঁচেে থাকা। দললি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:"অতএব, এই মাসসমূহে যে ব্যক্তি নজিরে উপর হজ্বকে আবশ্যক করে নলি তার জন্য হজ্বে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-ববিাদ বধৈ নয়।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৭]

৩. পবত্রি স্থানগুলোর ভতিরে অথবা বাইরে কথা বা কাজরে মাধ্যমে মুসলমানকে কষ্ট দয়ো থকেে বরিত থাকা।

৪. ইহরামঅবস্থায় যা যা নষিদ্ধি সগেুলো থকেে বরিত থাকা:

ক. চুল বা নখ না কাটা।তবে কাঁটা বা এ জাতীয় কছিু তুলে ফলেলে রক্ত বরে হলওে গুনাহ হবে না।

খ. ইহরাম বাঁধার পর শরীরে, পরধিয়ে পোশাকবো খাবার-দাবারে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। সুগন্ধযিুক্ত সাবান ব্যবহার করবে না। তবে ইহরামরে আগে ব্যবহারকৃত সুগন্ধরি কোন আলামত যদি থকেে যায় এতে কোন অসুবধিা নইে।

গ. শকিার করবে না।

ঘ. স্ত্রী সহবাস করবে না।

ঙ. উত্তজেনাসহ স্ত্রীকে জড়য়িে ধরবে না, চুমু খাবে না বা এ জাতীয় কছিু করবে না।

চ. নজিে বয়িরে চুক্তি করবে না অথবা অন্য কারো বয়িরে আকদ পড়াবে না অথবা কোন নারীকে নজিরে জন্য অথবা অন্য কারো জন্য বয়িরে প্রস্তাব দবিে না।

ছ. হাতমোজা পরবে না। তবে কোন ন্যাকড়া দয়িে হাত পচেঁালে গুনাহ হবে না।

এই সাতটি নষিদ্ধি কাজরে ক্ষত্রেে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। তবে বশিষেভাবে পুরুষরে জন্য কাজগুলো হচ্ছে-

-এঁটে থাকা কোন কছিু দয়িে মাথা ঢাকবে না। তবে ছাতা দয়িে, গাড়ীর ছাদরে আড়ালে, তাবুর আড়ালে ছায়া নতিে অথবা মাথায় বোঝা বহন করতে কোন দোষ নইে।

-সলোইকৃত জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, মোজা পরা যাবে না। তবে লুঙ্গি না পলেে পায়জামা পরবে। জুতা না পলেে মোজা পরবে।

-ইতপিূর্বে উল্লখেতি পোশাকগুলোর স্থলাভষিক্তি কোন পোশাকও পরা যাবে না। যমেন- জুব্বা, ক্যাপ, টুপি, গঞ্জেি ইত্যাদি।

-জুতা, আংটি, চশমা, হডেফোন ইত্যাদি পরা যাবে। হাতে ঘড়ি পরা যাবে, গলায় হার পরা যাবে। টাকা-পয়সা রাখার জন্য বল্টে পরা যাবে।

-সুগন্ধহীন কছিু দয়িে পরস্কিার-পরচ্ছিন্ন হওয়া যাবে। মাথা ও শরীর ধোয়া যাবে ও চুলকানো যাবে। এতে করে অনচ্ছিাকৃতভাবে কোন চুল পড়ে গলেে তাতে কোন দোষ নইে।

নারীরা নকোব পরবে না। নকোব হচ্ছে- এমন কাপড় যা দয়িে নারীরা তাদরে মুখ ঢকেে রাখে; শুধু চোখ দুটি দখো যায়। নারীদরে

জন্য সুন্নত হচ্ছে- মুখ ঢেকে রাখা। তবে যদি বেগানা পুরুষদের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ইহরাম অবস্থায় অথবা ইহরামের বাইরে মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

দেখুন: আলবানীর "মানাসকিুল হজ্জ ওয়ার উমরাহ" এবং শাইখ উছাইমীনের "সফিাতুল হজ্ব ওয়াল উমরা" ও "আল-মানহাজ লি মুরদিলি উমরা ওয়াল হাজ্জ"